গাংনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস টেস্ট পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনে সূত্রপাতের ঘটনা ঘটেছে।তবে এতে হতাহত হয়নি।

রোববার সকাল ১১টার দিকে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাস টেস্ট পরীক্ষা চলাকালীন সময় এই আগুনের সূত্রপাত ঘটে।এ ঘটনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

তবে শ্রেণীকক্ষে থাকা সহকারি শিক্ষিকা আনারকলি ফারজানা শিক্ষার্থীদের দ্রুত ক্লাস থেকে বের করে নিরাপদে নেয়।সংবাদ পেয়ে বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্থানীয়রা জানান, বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন খবরে হইচই শুনে তাৎক্ষণিক সেখানে গিয়ে দেখি শিক্ষার্থীদের সব বের করে নেওয়া হয়েছে।তবে আল্লাহ বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।আগুন ছড়িয়ে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনা কঠিন হয়ে যেত।আর এতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতিও হত।

তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী তামিম আহাম্মেদ ও মহিমা খাতুন বলেন, আগুন ও ধোয়া উড়তে দেখে আমাদের দ্রুত ক্লাস ম্যাডাম বাইরে বের করে নিরাপদে সরিয়ে নেয়।আমরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।কারোর কোন সমস্যা হয়নি।আমাদের শিক্ষক প্রথমে আমাদের বের করে দিয়েছে তারপর শিক্ষক বেরিয়েছে।আমরা তখন বই ফেলে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলাম।

বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক আনারকলি ফারজানা বলেন, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ও ধোয়া দেখতে পেয়ে আমি দ্রুত শিক্ষার্থীদের বের করে দিয়েছিলাম।আল্লাহ সকলকে হেফাজত করেছে বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।আমি ইসলাম শিক্ষার ক্লাস

টেস্ট পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।পরীক্ষার শুরুতেই এমন ঘটনা ঘটে।তাছাড়া সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পল্লী বিদ্যুতের অফিসের লোকজনও চলে আসে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ছিল।এটা তাৎক্ষণিক ব্যবহার করে আগুন নেভানো হয়।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছিলাম।

বামন্দী সাব-জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার(ও এন্ড এম) মো: কামাল হোসেন বলেন, বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে এমন সংবাদ পেয়ে আমাদের একটি টিম দ্রুত সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ লাইনের কিছু কাজ করা হয়েছে। আর বাকি কাজ আগামীকাল করে দেওয়া হবে।

বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের সহকারি এক শিক্ষিকা ক্লাস টেস্ট পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। এ সময় আগুন বা ধোয়া দেখতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়।আল্লাহ বড় ধরনের বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।যদি এই আগুন পুরো ঘরে ছড়িয়ে যেত তাহলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেত।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুর রশীদ জানান, ঘটনা তাৎক্ষণিকি শুনেছি। খোঁজখবর নিয়েছি। কারো কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সাথে কথা হয়েছে সব ঠিক করে দেবেন।